মৌলিক হিসাববিজ্ঞান (BA)
JAIBB এর জন্য

First Edition: August, 2025
Second Edition: January 2026
Third Edition: July 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Written by:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
A Leading Asset Management Company Limited
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islamic Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 400 Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

Table of Contents

SL	Details	Page No.
1	**মডিউল-এ:** পরিচিতি	5-21
2	**মডিউল-বি:** হিসাবসংক্রান্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ	22-100
3	**মডিউল-সি:** আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণ	101-123
4	**মডিউল-ডি:** আর্থিক বিবরণীসমূহ	124-189
5	**মডিউল-ই:** বাংলাদেশে ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ	190-225
6	**মডিউল-এফ:** ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ধরন	226-243
7	**পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্ন**	244-252

Suggestion:

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short questions and difference from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	**মডিউল-এ:** পরিচিতি	07
*****	**মডিউল-বি:** হিসাবসংক্রান্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ	14
*****	**মডিউল-সি:** আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণ	03
*****	**মডিউল-ডি:** আর্থিক বিবরণীসমূহ	04
**	**মডিউল-ই:** বাংলাদেশে ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ	0
**	**মডিউল-এফ:** ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ধরন	0
*****All short note from all chapter and end of note *****		

MetaMentor Center

সিলেবাস

মডিউল-এ : পরিচিতি:

হিসাববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলি, হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, হিসাববিজ্ঞানের প্রকৃতি, হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহার ও ব্যবহারকারীগণ, হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা, হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা (রেকর্ডিং ধাপ), হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত মান ও বিধিবিধান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরন ও হিসাববিজ্ঞান, হিসাব ব্যবস্থাপনা, সম্পদ, দায় ও মালিকের মূলধন, হিসাববিজ্ঞান: ব্যবসার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, হিসাববিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক, হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের পার্থক্য, হিসাবের পদ্ধতি, হিসাববিজ্ঞানের বিকাশধারা, হিসাববিজ্ঞানের শাখাসমূহ, বর্তমান হিসাববিজ্ঞান পেশায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, হিসাববিজ্ঞানে নৈতিকতার ভূমিকা, হিসাববিজ্ঞানের পরিভাষাসমূহের সমার্থক শব্দ, হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, ধারণা যাচাই প্রশ্নাবলি।

মডিউল-বি: হিসাব তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ পরিচিতি, লেনদেন, ঘটনা এবং অর্থনৈতিক ঘটনা/লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, ডাবল এন্ট্রি পদ্ধতির উদ্দেশ্য, হিসাব, হিসাব শ্রেণিবিন্যাস, বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের জন্য ডেবিট ও ক্রেডিটের স্বর্ণনীতি, রেকর্ডিং প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, লেনদেন বিশ্লেষণ, লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ , জার্নাল, হিসাববিজ্ঞানে জার্নালের প্রকারভেদ, জার্নালের রূপ, বিভিন্ন ধরণের লেনদেন ও তার জার্নাল প্রস্তুতকরণ, খতিয়ান, খতিয়ানের ধরনসমূহ, খতিয়ানের গুরুত্ব, খতিয়ানে পোস্টিং, রেওয়ামিল, রেওয়ামিল প্রস্তুতির ধাপসমূহ, রেওয়ামিলের সুবিধাসমূহ, রেওয়ামিলের সীমাবদ্ধতা, রেওয়ামিলে ধরা পড়া ভুলসমূহ, ব্যবহারিক সমস্যা: লেনদেন বিশ্লেষণ, জার্নাল, খতিয়ান ও রেওয়ামিল, স্থায়ী সম্পদের হিসাব, স্থায়ী সম্পদের ব্যয় নির্ধারণ এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয় পদ্ধতি।, সরলরেখা অবচয় পদ্ধতি, কার্যক্রমভিত্তিক অবচয় পদ্ধতি, হ্রাসমান ব্যালেন্স অবচয় পদ্ধতি, উপযুক্ত অবচয় পদ্ধতি নির্বাচন, ব্যবহারিক সমস্যা, XYZ লিমিটেডের জন্য পর্যায়ভিত্তিক অবচয় পুনঃনির্ধারণ, উদ্ভিদ সম্পদের পরিত্যাগের হিসাব, উদ্ভিদ সম্পদের অবসর, ব্যবহারিক সমস্যা: স্থায়ী সম্পদের হিসাব, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি: আদায়ভিত্তিক বনাম নগদভিত্তিক, আয় ও ব্যয় স্বীকৃতি, সমন্বয় এন্ট্রি প্রয়োজনীয়তা, সমন্বয় এন্ট্রির প্রকারভেদ, স্থগিতকরণজনিত সমন্বয় এন্ট্রি প্রস্তুতকরণ, আদায়যোগ্য সমন্বয় এন্ট্রি প্রস্তুতকরণ, সংশোধিত রেওয়ামিলের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, সংশোধিত রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি।

মডিউল-সি: আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণ

আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ, আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহ, অনুপাতের শ্রেণিবিন্যাস, মৌলিক অনুপাতসমূহ, বিভিন্ন অনুপাত বিশ্লেষণ, চিত্র উদাহরণ, ব্যবহারিক সমস্যা, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি।

মডিউল-ডি: আর্থিক বিবরণীসমূহ

আর্থিক বিবরণীসমূহ, আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্যসমূহ, আর্থিক বিবরণীর উপাদানসমূহ, একটি ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হিসাবপত্র, একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হিসাবপত্র, আয় বিবরণী (আইএস), আয় বিবরণীর কাঠামো, একটি ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী, একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী, একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণীর উদ্দেশ্য/লক্ষ্য/গুরুত্ব, নগদ প্রবাহ বিবরণীর অংশসমূহ, নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের জন্য ডেটার উৎসসমূহ, নগদ প্রবাহ মোট হিসেবেই উপস্থাপন করতে হবে, নিট নয়, পরিচালন কার্যক্রম– প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ পদ্ধতি? পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ: প্রত্যক্ষ পদ্ধতি, পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ: পরোক্ষ পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ বিনিময় লেনদেনসমূহ, নগদ প্রবাহ বিবরণীর বিন্যাস ও উদাহরণ, নগদ প্রবাহ বিবরণীর ব্যাখ্যা, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের বাস্তব আর্থিক বিবরণী (স্কয়ার

MetaMentor Center

ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি), সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বাস্তব আর্থিক বিবরণী (গ্রামীণফোন পিএলসি), ব্যবহারিক সমস্যা, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি।

মডিউল-ই: বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের আর্থিক বিবরণী

পরিচিতি, ব্যাংকসমূহের জন্য আর্থিক বিবরণীর ধরনসমূহ, ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর মূল উপাদানসমূহ, আর্থিক বিবরণীর গুরুত্ব, ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো: মূল তথ্য প্রকাশ ও প্রতিবেদন চাহিদা, ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের কাঠামো, উপাদান ও নির্দেশনা, বাংলাদেশের শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী: মূল দিকসমূহ, বিধান ও তুলনামূলক দিক, বাংলাদেশের শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক কাঠামো, শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী, আর্থিক বিবরণীতে মূল পার্থক্যসমূহ, শরীয়াহভিত্তিক ও প্রচলিত ব্যাংকিং পণ্যের মধ্যে মূল পার্থক্যসমূহ, শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ, প্রচলিত ব্যাংকের বাস্তব আর্থিক বিবরণী (ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি), শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের বাস্তব আর্থিক বিবরণী (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি), সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

মডিউল-এফ: অন্যান্য ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

পরিচিতি, একক মালিকানাধীন ব্যবসা, একক মালিকানাধীন ব্যবসার বৈশিষ্ট্যসমূহ, একক মালিকানাধীন ব্যবসার কর সংক্রান্ত বিষয়াবলি, একক মালিকানাধীন ব্যবসার আর্থিক প্রতিবেদন, একক মালিকানাধীন ব্যবসার আর্থিক স্বচ্ছতা ও ঋণদাতাদের বিবেচ্য বিষয়সমূহ, একক মালিকানাধীন ব্যবসার জন্য কমপ্লায়েন্স ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি, বাংলাদেশে অংশীদারি প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের ধারণাসমূহ, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের সুবিধাসমূহ, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাসমূহ, বাংলাদেশে অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের করব্যবস্থা, কমপ্লায়েন্স ও নিয়ন্ত্রক বিষয়সমূহ, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, একক মালিকানাধীন ব্যবসা ও অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য (বিশেষ করে হিসাব ও ঋণদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে), বাংলাদেশে করপোরেশনসমূহ – প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, প্রাইভেট লিমিটেড ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্যসমূহ, মূল হিসাব ধারণা ও আর্থিক প্রতিবেদন, প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ, কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা, প্রাইভেট লিমিটেড ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য, প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে ঋণ প্রদানে ঋণদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, যৌথ উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ, যৌথ উদ্যোগে হিসাব ধারণার প্রয়োগ, আর্থিক প্রতিবেদন, কর সংক্রান্ত বিষয়াবলি, আইন ও বিধির সাথে সামঞ্জস্য, যৌথ উদ্যোগের সুবিধাসমূহ, যৌথ উদ্যোগের অসুবিধাসমূহ, আর্থিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিষয়, ঋণদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ঋণদাতাদের দৃষ্টিতে কর ও কমপ্লায়েন্স বিষয়, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (এইচইউএফ), এইচইউএফ-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ, এইচইউএফ-এর জন্য হিসাববিজ্ঞান ও আর্থিক প্রতিবেদন, এইচইউএফ-এর জন্য আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড, বাংলাদেশে এইচইউএফ-এর করব্যবস্থা, কমপ্লায়েন্স প্রয়োজনীয়তা, এইচইউএফ-এর সুবিধাসমূহ, এইচইউএফ-এর অসুবিধাসমূহ, এইচইউএফ-এর সাথে লেনদেনে ঋণদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

MetaMentor Center

মডিউল-এ:
পরিচিতি

প্রশ্ন-01: হিসাববিজ্ঞান কী?

হিসাববিজ্ঞান হলো একটি ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন চিহ্নিতকরণ, লিপিবদ্ধকরণ , শ্রেণিবিন্যাস, সারাংশ প্রস্তুত এবং ব্যাখ্যা করার একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ও কার্যক্ষমতা নিরূপণ করা যায়। হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন ব্যবহারকারীর (যেমন মালিক, ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা) জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্য প্রদান করে যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের সঠিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। ব্যালেন্স শিট ও আয় বিবরণীর মতো আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি ও সম্পদের পরিমাণ জানা যায়। হিসাববিজ্ঞানকে "ব্যবসার ভাষা" বলা হয় কারণ এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা পরিষ্কার ও নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন-02: ব্যবসায় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কার্যাবলি কী কী?

হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক কার্যাবলি :

1. **লেনদেন চিহ্নিতকরণ (Identification):** ব্যবসায়ের প্রতিদিনের অসংখ্য ঘটনার মধ্য থেকে কেবল আর্থিক প্রকৃতিসম্পন্ন ঘটনাগুলোকে আলাদা করা। এর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় কোন ঘটনাটি হিসাবের খাতায় উঠবে আর কোনটি উঠবে না।
2. **আর্থিক মূল্যে পরিমাপকরণ (Measurement):** চিহ্নিত লেনদেনগুলোকে দেশের প্রচলিত মুদ্রার অঙ্কে (যেমন: টাকায়) নিখুঁতভাবে রূপান্তর করা। অর্থের অঙ্কে পরিমাপ করা যায় না এমন কোনো ঘটনা হিসাববিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।
3. **লিপিবদ্ধকরণ (Recording):** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নিয়ম অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে লেনদেনগুলো প্রাথমিক বই বা **জাবেদায়** লেখা। তারিখের ক্রমানুসারে এবং সঠিক ব্যাখ্যাসহ এই হিসাবগুলো স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়।
4. **শ্রেণিবদ্ধকরণ (Classifying):** জাবেদা থেকে সমজাতীয় লেনদেনগুলো আলাদা আলাদা শিরোনামে প্রধান বই বা **খতিয়ানে** স্থানান্তর করা। এর ফলে নির্দিষ্ট সময় শেষে ক্যাশ, ব্যাংক, আয় বা ব্যয়ের পৃথক মোট পরিমাণ সহজে জানা যায়।
5. **সারসংক্ষেপকরণ (Summarizing):** খতিয়ানের উদ্বৃত্তগুলো নিয়ে রেওয়ামিল এবং বছর শেষে চূড়ান্ত **আর্থিক বিবরণী** প্রস্তুত করা। এই বিবরণীর (আয় বিবরণী ও ব্যালান্স শীট) মাধ্যমে ব্যবসায়ের সামগ্রিক লাভ-ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থা সংক্ষেপে প্রকাশ পায়।
6. **বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা (Interpreting):** প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক সক্ষমতা এবং মুনাফার হার মূল্যায়ন করা। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের শক্তি, দুর্বলতা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।
7. **তথ্য সরবরাহ (Communication):** হিসাববিজ্ঞানের চূড়ান্ত ফলাফল ও রিপোর্টগুলো এর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারকারীদের নিকট পেশ করা। মালিক, ব্যবস্থাপক, ব্যাংক এবং কর কর্তৃপক্ষ এই তথ্যের ভিত্তিতেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আর্থিক পরিকল্পনা এবং কর-সংক্রান্ত বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ, উন্নতির ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-03: ব্যবসায় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কী?

Or, একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের প্রধান ব্যবহারগুলো কী কী?

ব্যবসায়ে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

1. **আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান (Financial Reporting):** হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং সাধারণ জনগণসহ বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষকে সঠিক আর্থিক তথ্য সরবরাহ করা। এই তথ্যগুলো ব্যালান্স শীট (Balance Sheet), আয় বিবরণী (Income Statement) এবং নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ও কার্যসম্পাদনের ফলাফল প্রদর্শন করে।
2. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা (Decision-Making):** ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম, বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হিসাব তথ্য ব্যবহার করে। এটি প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও দুর্বল দিক নির্ণয়ে সহায়তা করে এবং লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণে সাহায্য করে।
3. **আইন ও বিধি মেনে চলা (Compliance):** হিসাববিজ্ঞান কর আইন, আর্থিক প্রতিবেদন মান এবং শ্রম আইনসহ বিভিন্ন আইন ও বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিক হিসাব সংরক্ষণ জরিমানা ও আইনি সমস্যার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
4. **কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন (Performance Evaluation):** হিসাব তথ্য ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠান, বিভাগ এবং কর্মচারীদের কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন করা হয়। **লাভজনকতার অনুপাত (Profitability Ratios)**, **তারল্য অনুপাত (Liquidity Ratios)** এবং **দক্ষতা অনুপাত (Efficiency Ratios)** এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কীভাবে সম্পদ ব্যবহার করছে এবং মুনাফা অর্জন করছে তা মূল্যায়ন করা হয়।
5. **পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন (Planning and Budgeting):** হিসাব এর মাধ্যমে বাজেট প্রস্তুত করা হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। বাজেট সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি ও মুনাফা নিরুপনে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-04: হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীরা কারা? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীরা কারা এবং তারা এর ভিত্তিতে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

অথবা,হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী (Internal Users) বনাম বাহ্যিক ব্যবহারকারী. BPE-7th.

হিসাব তথ্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। ব্যবহারকারীদের দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়: **অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী** ও **বহিঃস্থ ব্যবহারকারী**।

MetaMentor Center

অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী (Internal Users):

1. **ব্যবস্থাপনা (Management):** ব্যবস্থাপকরা হিসাব তথ্য ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করেন। তারা আয় বিবরণী (Income Statement), ব্যালান্স শীট (Balance Sheet) এবং নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement) বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্র নির্ধারণ করেন।
2. **কর্মচারী (Employees):** কর্মচারীরা হিসাব তথ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে, যা চাকরির নিরাপত্তা, বেতন কাঠামো এবং ভবিষ্যৎ সুযোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

3. **মালিক (Owners):** ব্যবসার মালিকরা হিসাব প্রতিবেদন ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা মূল্যায়ন করেন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ বা ব্যবসার অংশ বিক্রয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেন।

বহিঃস্থ ব্যবহারকারী (External Users):

1. **বিনিয়োগকারী (Investors):** বিনিয়োগকারীরা হিসাব তথ্য ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে কতটা শক্তিশালী তা মূল্যায়ন করেন এবং শেয়ার, বন্ড বা অন্যান্য সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।
2. **ঋণদাতা (Creditors):** ঋণদাতারা হিসাব তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানটি ঋণ পরিশোধে সক্ষম কিনা তা নির্ধারণ করেন এবং অর্থ ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
3. **সরকারি সংস্থা (Government Agencies):** সরকারি সংস্থাগুলো কর আইন, শ্রম আইন এবং অন্যান্য বিধি-বিধান মানা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হিসাব তথ্য ব্যবহার করে।
4. **গ্রাহক (Customers):** গ্রাহকরা বিশেষ প্রয়োজনে হিসাব তথ্য দেখে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে স্থিতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা যাচাই করেন।
5. **সরবরাহকারী (Suppliers):** সরবরাহকারীরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন।
6. **প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান (Competitors):** প্রতিযোগীরা হিসাব তথ্য ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও দুর্বলতা মূল্যায়ন করে এবং নিজেদের ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণ করে।

প্রশ্ন: 05: হিসাববিজ্ঞান কীভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষদের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি ও মুনাফাযোগ্যতার সম্ভাবনা মূল্যায়নে সহায়তা করে?

উত্তর: হিসাববিজ্ঞান বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা, ব্যবস্থাপক এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনের সক্ষমতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। এটি নিম্নলিখিত উপায়ে সহায়তা করে:

1. **আর্থিক কার্যসম্পাদন বিশ্লেষণ:** আয় বিবরণী (Income Statement) প্রতিষ্ঠানের আয়, ব্যয় এবং নিট মুনাফার তথ্য প্রদান করে যা মুনাফা অর্জনের সক্ষমতা মূল্যায়নে সহায়তা করে।
2. **আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন:** ব্যালান্স শীট (Balance Sheet) সম্পদ এবং দায় এর তথ্য প্রদান করে। এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শক্তি, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বোঝাতে সহায়ক।
3. **তারল্য ও নগদ ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন:** নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement) নগদের আগমন ও বহির্গমনের তথ্য প্রদান করে যা প্রতিষ্ঠানের তারল্য অবস্থা এবং কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা বোঝাতে সাহায্য করে।
4. **অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** বিনিয়োগে থেকে আয় (ROI), মুনাফার হার (Profit Margin) এবং প্রতি শেয়ারে আয় (EPS) এর মতো আর্থিক অনুপাতগুলো প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা মূল্যায়ন এবং প্রতিযোগীদের সাথে তুলনা করতে সহায়তা করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-07: হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, হিসাববিজ্ঞানের প্রধান নীতিসমূহ কী এবং সেগুলো কীভাবে হিসাব কার্যক্রমকে পরিচালিত করে?

হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা হলো নির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলি, যা লেনদেন রেকর্ড এবং আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হয়। নিচে গুরুত্বপূর্ণ হিসাব নীতিমালাসমূহ তুলে ধরা হলো:

হিসাববিজ্ঞানে কিছু মৌলিক নীতি অনুসরণ করা হয় যা আর্থিক তথ্যকে সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও তুলনাযোগ্য করে তোলে। এসব নীতিসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

1. **আয়–ব্যয় সমন্বয় নীতি (Matching Principle):** ব্যয় প্রতি বছরের হিসাবের সঙ্গে সম্পর্কিত রাজস্বের সাথে মিলিয়ে নথিভুক্ত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, পণ্যের বিক্রয় ঘটলে তার সাথে সম্পর্কিত ক্রয়মূল্য একই সময়ে হিসাবভুক্ত করতে হবে।
2. **রাজস্ব স্বীকৃতি নীতি (Revenue Recognition Principle):** রাজস্ব অর্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা নথিভুক্ত করতে হবে, অর্থ গ্রহণ হয়েছে কি না তা বিবেচ্য নয়।
3. **ঐতিহাসিক মূল্য নীতি (Historical Cost Principle):** সম্পদকে তার ক্রয়ের সময়কার প্রকৃত মূল্যে হিসাবভুক্ত করতে হবে, বাজারমূল্যে নয়।
4. **সম্পূর্ণ প্রকাশ নীতি (Full Disclosure Principle):** হিসাব প্রতিবেদনে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন হিসাবনীতি, ঝুঁকি ও সম্ভাব্য দায় ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করতে হবে।
5. **চলমান প্রতিষ্ঠানের নীতি (Going Concern Principle):** হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় ধরে নিতে হবে যে প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতেও কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।
6. **বকেয়া ভিত্তিক নীতি (Accrual Principle):** রাজস্ব ও ব্যয় অর্জিত বা সংঘটিত হওয়ার সময়ই নথিভুক্ত করতে হবে, নগদ গ্রহণ বা পরিশোধের সময় নয়।
7. **মূল্য নীতি (Cost Principle):** সম্পদের মূল্য তার অধিগ্রহণমূল্যে নথিভুক্ত করতে হবে এবং বাজারমূল্যের পরিবর্তনের কারণে তা সমন্বয় করা উচিত নয়।
8. **সঙ্গতি নীতি (Consistency Principle):** এক হিসাব বছর থেকে অন্য বছরে একই হিসাবনীতি ও পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে যাতে তুলনা করা সহজ হয়।
9. **রক্ষণশীলতা নীতি (Conservatism Principle):** সম্ভাব্য ব্যয় ও ক্ষতি যত দ্রুত সম্ভব নথিভুক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন-08: হিসাব লিপিবদ্ধকরণ পর্যায় মৌলিক ধারণাসমূহ কী কী?

হিসাববিজ্ঞানের নথিভুক্তকরণ পর্যায়ে কিছু মৌলিক ধারণা অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আর্থিক প্রতিবেদন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হয়। এসব ধারণা নিম্নরূপঃ

MetaMentor Center

1. **ব্যবসায়িক সত্তা ধারণা (Business Entity):** ব্যবসা ও মালিককে আলাদা সত্তা হিসেবে গণ্য করতে হয়। শুধুমাত্র ব্যবসার আর্থিক লেনদেন নথিভুক্ত করা হবে, মালিকের ব্যক্তিগত লেনদেন এতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
2. **অর্থমূল্যে পরিমাপ ধারণা (Money Measurement):** কেবলমাত্র সেই লেনদেনগুলো নথিভুক্ত করা হবে যেগুলো অর্থমূল্যে প্রকাশ করা যায়। কর্মচারীদের মনোবল বা সুনাম ইত্যাদি অ-আর্থিক বিষয় হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নয়।

3. **নিরপেক্ষ প্রমাণ ধারণা (Objective Evidence):** প্রতিটি লেনদেনের সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে তা ইনভয়েস, রসিদ, ব্যাংক বিবরণী বা চুক্তিপত্র থাকতে হবে।
4. **ঐতিহাসিক নথি ধারণা (Historical Record):** সকল লেনদেনের প্রকৃত মূল্যে নথিভুক্ত করতে হবে, বর্তমান বাজারমূল্যে নয়। সম্পদ ও দায় তাদের লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সময়ের মূল্যে প্রদর্শন করতে হবে।
5. **ব্যয় ধারণা (Cost Concept):** সম্পদকে তার অধিগ্রহণমূল্যে নথিভুক্ত করতে হবে। ব্যয় সংঘটিত হওয়ার সময় তা হিসাবভুক্ত করতে হবে, অর্থ পরিশোধের সময় নয়।
6. **দ্বৈত দিক ধারণা (Dual Aspect):** প্রতিটি লেনদেনের দুটি দিক থাকে — ডেবিট ও ক্রেডিট। মোট ডেবিটের সমান হতে হবে মোট ক্রেডিটের, এবং হিসাব সমীকরণ **সম্পদ = দায় + মালিকানা** সর্বদা সুষম থাকতে হবে।

প্রশ্ন-09:পূর্ণ প্রকাশ নীতি (Full Disclosure Convention)। BPE-7th.

পূর্ণ প্রকাশ নীতি হিসাববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যার মতে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীতে সকল গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক আর্থিক তথ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হবে। এই নীতির উদ্দেশ্য হলো ব্যবহারকারীদের কাছে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও কার্যসম্পাদনের সঠিক চিত্র তুলে ধরা।

এই নীতি অনুসারে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা যাবে না, যা বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা, ব্যবস্থাপনা বা অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই আর্থিক বিবরণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টীকায় (Notes to the Financial Statements) প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করতে হয়।

যেসব তথ্য সাধারণত প্রকাশ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে হিসাবনীতি, সম্ভাব্য দায়, বিচারাধীন মামলা, অবচয়ের পদ্ধতি, গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য।

পূর্ণ প্রকাশ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো আর্থিক প্রতিবেদনে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা। এর ফলে ব্যবহারকারীরা সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো প্রতিষ্ঠান যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় জড়িত থাকে এবং ভবিষ্যতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই তথ্য আর্থিক বিবরণীর টীকায় প্রকাশ করতে হবে।

প্রশ্ন-10: হিসাব মান ও বিধিমালা কী? আর্থিক প্রতিবেদন তৈরিতে এগুলোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

অর্থ ও সংজ্ঞা: হিসাবমান ও বিধিমালা হলো কিছু নির্দিষ্ট নীতি ও নিয়ম, যা অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আর্থিক তথ্য নথিভুক্ত, প্রস্তুত ও প্রকাশ করে। এই মান ও বিধি আর্থিক প্রতিবেদনকে সঠিক, স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য ও তুলনাযোগ্য করে তোলে, যাতে বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বাংলাদেশের হিসাবনীতি ও বিধিমালা:

- **ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICAB):** হিসাবমান প্রণয়ন ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করে।
- **সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC):** তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশের উপর নজরদারি করে।

হিসাবমানের ধরন:

- **BAS (Bangladesh Accounting Standards):** আন্তর্জাতিক হিসাবমান (IAS) থেকে গ্রহণকৃত।
- **BFRS (Bangladesh Financial Reporting Standards):** আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (IFRS) থেকে গ্রহণকৃত।

MetaMentor Center

আইনি বাধ্যবাধকতা:

- **কোম্পানি আইন, 1994:** সব কোম্পানিকে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও দাখিল করতে হবে।
- **সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, 1969:** তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে তাদের কার্যসম্পাদন, কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

হিসাব মান ও বিধিমালার ভূমিকা:

1. **নির্ভুলতা নিশ্চিত করা:** কীভাবে লেনদেন রেকর্ড ও প্রতিবেদন দিতে হবে তা নির্দেশনা দেয়।
2. **নীতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা:** সব প্রতিষ্ঠান একই নিয়মে হিসাব প্রস্তুত করলে তুলনা সহজ হয়।
3. **স্বচ্ছতা বৃদ্ধি:** ব্যবহারকারীরা সহজে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বুঝতে পারেন।
4. **আস্থা গড়ে তোলা:** বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষ নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন পেলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
5. **প্রতারণা প্রতিরোধ:** বিধিমালা অনুযায়ী হিসাব রক্ষায় জালিয়াতি প্রতিরোধ করা যায়।
6. **আইনের পরিপালন নিশ্চিতকরণ:** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণে সহায়তা করে।
7. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা:** নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক।

প্রশ্ন-11: ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরন কী এবং এগুলো হিসাববিজ্ঞানে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

ব্যবসা বিভিন্নভাবে গঠিত হতে পারে এবং প্রতিটি ধরণের ব্যবসা হিসাবরক্ষণে ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। প্রধান ধরণগুলো হলো:

1. **একক মালিকানা (Sole Proprietorship):** এটি একজন ব্যক্তির মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসা। হিসাব ব্যবস্থা সহজ এবং মালিক নিজেই আয়, ব্যয় ও অন্যান্য লেনদেনের রেকর্ড সংরক্ষণ করেন। ব্যবসার প্রকৃতি অনুযায়ী নগদ বা বকেয়া ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।
2. **অংশীদারিত্ব (Partnership):** এটি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা। হিসাব ব্যবস্থা একক মালিকানার মতো হলেও প্রতিটি অংশীদারের লাভ-ক্ষতির অংশের রেকর্ড রাখতে হয়। প্রতিটি অংশীদার তার আয়ের অংশ ব্যক্তিগত আয়কর বিবরণীতে দেখায়।
3. **সীমিত দায় সংস্থা (Limited Liability Company - LLC):** এটি মালিকদের থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র আইনি সত্তা। এর হিসাব ব্যবস্থা তুলনামূলক জটিল এবং **GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)** অনুসরণ করতে হয়। আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়সহ সব আর্থিক লেনদেনের বিস্তারিত রেকর্ড রাখতে হয়। এটি উৎপাদন ও সেবা খাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
4. **পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (Public Limited Company - PLC):** এর শেয়ার বাজারে লেনদেনযোগ্য। এটি IFRS (International Financial Reporting Standards) অনুসরণ করে এবং বিস্তারিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। বাংলাদেশে এটি মূলত ব্যাংকিং ও টেলিযোগাযোগ খাতে দেখা যায়।
5. **বেসরকারি সংস্থা (NGO):** এগুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যেগুলো সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত। তারা বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করে।

MetaMentor Center

হিসাববিজ্ঞানে প্রভাব:

1. **একক মালিকানা:** এক মালিকানায় হিসাব সংরক্ষণ সহজ কারণ ব্যবসা একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন। মালিকের মূলধন ও ব্যক্তিগত অর্থ পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়। আর্থিক রেকর্ড মূলত অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য এবং রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজনীয়তা সীমিত।
2. **অংশীদারিত্ব:** প্রতিটি অংশীদারের মূলধন, লাভ ও ক্ষতির অংশ আলাদা করে রেকর্ড করতে হয়। অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি অনুসারে আয়, ব্যয় ও বণ্টনের হিসাব রাখা হয়।
3. **সীমিত দায় সংস্থা:** পৃথক আইনি সত্তা হওয়ায় হিসাব আরও বিস্তারিত হয়। প্রয়োজনীয় নীতিমালা অনুসরণ করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় এবং আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায় সঠিকভাবে প্রতিবেদন করতে হয়।
4. **পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি:** এতে হিসাবব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। বিবরণী প্রকাশ, শেয়ারহোল্ডার ইকুইটির রেকর্ড এবং IFRS অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়।
5. **বেসরকারি সংস্থা (NGO)** হিসাব মূলত তহবিল ব্যবস্থাপনা, দাতা সংস্থা এবং অনুমোদিত সামাজিক উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যবহারের ওপর কেন্দ্রীভূত থাকে, লাভ অর্জনের জন্য নয়।

প্রশ্ন-12: কোম্পানিকে পৃথক আইনগত সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয় কেন?

কোম্পানিকে পৃথক আইনগত সত্তা হিসেবে গণ্য করার কারণগুলো হলো:

1. **নিজস্ব আইনগত পরিচিতি:** করপোরেশন মালিকদের থেকে আলাদা নামে কাজ করতে পারে।
2. **সীমিত দায়বদ্ধতা:** শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির দায়ের জন্য তাদের বিনিয়োগের অতিরিক্ত ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়।
3. **সম্পত্তির মালিকানা:** কোম্পানি নিজের নামে সম্পদ কিনতে, বিক্রি করতে বা ধারণ করতে পারে।
4. **আইনি মামলা করার ও গ্রহণের সক্ষমতা:** কোম্পানি নিজেই মামলায় অংশ নিতে পারে, মালিকদের প্রয়োজন হয় না।
5. **স্বতন্ত্র হিসাব ও করব্যবস্থা:** কোম্পানির হিসাব আলাদাভাবে রাখা হয় এবং নিজ নামে কর প্রদান করা হয়।
6. **চিরস্থায়ী অস্তিত্ব:** মালিক পরিবর্তন বা মৃত্যুর পরও কোম্পানি চালু থাকে।

প্রশ্ন-13: হিসাব পদ্ধতি (Accounting System) কী? এর প্রকারভেদ ও ব্যবসায়ে গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
অথবা, কেন হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসার অবিচ্ছেদ্য অংশ / ব্যবসার ভাষা বলা হয়?
অথবা, কাকে 'ব্যবসায়ের ভাষা' বলা হয়? কেন একে 'ব্যবসায়ের ভাষা' বলা হয়?—BPE7th.

হিসাব পদ্ধতি হলো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন রেকর্ড ও ব্যবস্থাপনার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আয় (যেমন: বিক্রয় আয়) ও ব্যয় (যেমন: বেতন, ভাড়া) সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে সকল আর্থিক তথ্য রেকর্ড, শ্রেণিবিন্যাস ও সারাংশ প্রস্তুত করা হয় যাতে মালিক ও ব্যবস্থাপকরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বুঝতে পারেন।

একটি ভাল হিসাব পদ্ধতিতে লেনদেন জার্নালে রেকর্ড, খতিয়ানে পোস্টিং, রেওয়ামিল প্রস্তুত এবং আয় বিবরণী ও ব্যালেন্স শিটের মতো আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি ম্যানুয়াল (কাগজভিত্তিক) অথবা কম্পিউটারাইজড (সফটওয়্যারভিত্তিক) হতে পারে।

MetaMentor Center

হিসাব পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো সঠিক আর্থিক তথ্য প্রস্তুত করা, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর প্রতিবেদন ও আইনগত কমপ্লায়েন্স সহজ হয়।

হিসাব পদ্ধতির দুটি প্রধান ধরন হলো:

1. **ম্যানুয়াল হিসাব পদ্ধতি:**
   – এই পদ্ধতিতে সব লেনদেন হাতে লিখে জার্নাল, খতিয়ান ইত্যাদিতে রেকর্ড করা হয়।
   – এটি স্বল্প খরচে সহজ পদ্ধতি হলেও সময়সাপেক্ষ এবং ভুলের সম্ভাবনা বেশি।
   – সাধারণত ছোট ব্যবসায় যাদের লেনদেন কম, তারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে।
2. **কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতি:**
   – এই পদ্ধতিতে Tally, QuickBooks-এর মতো হিসাব সফটওয়্যারের মাধ্যমে লেনদেন রেকর্ড ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
   – এটি দ্রুত, নির্ভুল এবং বিপুল পরিমাণ তথ্য পরিচালনায় সক্ষম।
   – স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে এবং ভুলের সম্ভাবনা কমায়।

একটি হিসাব পদ্ধতির ব্যবসায়িক গুরুত্ব:

1. **লেনদেন রেকর্ড:** ব্যবসার সকল কার্যক্রমের সম্পূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রেকর্ড সংরক্ষণ করে।
2. **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত:** আয় বিবরণী, ব্যালেন্স শিট ও নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করতে সহায়তা করে।
3. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা:** সঠিক তথ্য প্রদান করে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ করে।
4. **আইন মেনে চলা নিশ্চিত করা:** কর গণনা ও সরকারি নিয়ম অনুসরণে সহায়তা করে।
5. **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ:** আয় ও ব্যয়ের হিসাবের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে সাহায্য করে।
6. **বিনিয়োগকারীর আস্থা অর্জন:** স্বচ্ছ হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের আস্থা অর্জিত হয়।
7. **ভুল ও প্রতারণা প্রতিরোধ:** আর্থিক রেকর্ডে নির্ভুলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

সারকথা: একটি শক্তিশালী হিসাব পদ্ধতি ব্যবসা পরিচালনা, সম্প্রসারণ ও সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-14: বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করতে কেন আগ্রহী?

বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে, কারণ এতে অনেক সুবিধা রয়েছে:

1. **গতি ও দক্ষতা:** – লেনদেন দ্রুত রেকর্ড ও প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব, ফলে সময় সাশ্রয় হয়।
2. **নির্ভুলতা:** – গণনা ও তথ্যপ্রবেশে মানবিক ভুলের সম্ভাবনা কমে যায়।
3. **রিয়েল-টাইম প্রতিবেদন:** – যেকোনো সময় হালনাগাদ আর্থিক প্রতিবেদন পাওয়া যায়।
4. **তথ্য সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা:** – বিপুল পরিমাণ তথ্য নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা যায়, ব্যাকআপ ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
5. **সহজ প্রবেশাধিকার ও সংযোগ:** – একাধিক ব্যবহারকারী একসাথে সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে এবং এটি ইনভেন্টরি, বেতন, ব্যাংকিং সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়।
6. **নিয়ন্ত্রক সংস্থার চাহিদা পূরণ:** – কর কর্তৃপক্ষ, অডিটর ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সহায়তা করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো বড় ব্যবসা ও জটিল লেনদেন ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতিকে আদর্শ করে তোলে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-15: হিসাবরক্ষণের পদ্ধতির প্রকারভেদ কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, হিসাববিজ্ঞানের দুটি প্রধান পদ্ধতি কী কী?

হিসাবরক্ষণের দুটি প্রধান পদ্ধতি হলো: **নগদ ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি** এবং **বকেয়া ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি**।

1. **নগদ ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (Cash Accounting Method):** এই পদ্ধতিতে মুনাফা তখনই রেকর্ড করা হয়, যখন প্রকৃত অর্থ প্রাপ্ত হয়। এই পদ্ধতিটি সহজ এবং সাধারণত ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী।

   উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ব্যবসা জানুয়ারিতে পেমেন্ট পায়, তাহলে আয় জানুয়ারিতেই রেকর্ড করা হবে।

2. **বকেয়া ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি (Accrual Accounting Method):** এই পদ্ধতিতে আয় ও ব্যয় তখনই রেকর্ড করা হয়, যখন তা অর্জিত হয় বা সংঘটিত হয়—নগদ প্রাপ্তি বা প্রদানের সময় নয়।এই পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা তুলে ধরে এবং বড় ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ডিসেম্বর মাসে পণ্য বিক্রি হয় কিন্তু পেমেন্ট জানুয়ারিতে আসে, তাহলে আয় ডিসেম্বরেই রেকর্ড করা হবে।

নগদ ভিত্তিক পদ্ধতি সহজ হলেও আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র দেয় না। অপরদিকে, বকেয়া ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি ব্যবসার আয়-ব্যয়ের প্রকৃত সময় বিবেচনায় নেয়, যা তুলনামূলকভাবে নির্ভুল আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন-16: কোন হিসাব পদ্ধতি—বকেয়া ভিত্তিক না নগদ ভিত্তিক—আর্থিক কার্যসম্পাদনের অধিক নির্ভুল চিত্র উপস্থাপন করে? ব্যাখ্যা করুন।

বকেয়া ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে নগদ ভিত্তিক পদ্ধতির চেয়ে ব্যবসার আর্থিক কার্যসম্পাদনের অধিক নির্ভুল চিত্র প্রদান করে। এর কারণ নিম্নরূপ:

1. **আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে:** – এই পদ্ধতিতে একই হিসাবকালেই আয় ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় রেকর্ড করা হয়।
2. **বাস্তব ব্যবসায়িক কার্যক্রম প্রতিফলিত করে:** – এটি দেখায় কত আয় হয়েছে এবং কত ব্যয় হয়েছে, শুধু নগদ আসা–যাওয়া নয়।
3. **ঋণভিত্তিক লেনদেনকে স্বীকৃতি দেয়:** – নগদ ভিত্তিক পদ্ধতির বিপরীতে, এখানে বাকি ভিত্তিক বিক্রয় ও ক্রয় রেকর্ড করা হয়।
4. **হিসাব মান অনুসরণ করে:** – IFRS ও BFRS অনুযায়ী এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য বকেয়া ভিত্তিক পদ্ধতি প্রযোজ্য।
5. **দীর্ঘমেয়াদি বিশ্লেষণে উপযোগী:** – প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত লাভ-ক্ষতির ধারাবাহিক বিশ্লেষণে সহায়তা করে।
6. **সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক:** – ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগকারী ও অংশীজনরা ব্যবসার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বোঝার জন্য এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-17: সম্পদ, দায় এবং মালিকানা স্বত্ব কী এবং কেন এগুলো একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্স শীটের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান?

অথবা,হিসাববিজ্ঞানে সম্পদ, দায় ও মালিকের মূলধন কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, হিসাব সমীকরণ সংজ্ঞায়িত করুন এবং এর উপাদান—সম্পদ, দায় ও মালিকের মূলধন ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক সমীকরণ কী? এর উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা কর।BPE-7th

হিসাববিজ্ঞানে একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা তিনটি মূল উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়: **সম্পদ, দায় এবং মালিকের মূলধন**। এগুলোকে একত্রে **হিসাব সমীকরণ (Accounting Equation)**-এ প্রকাশ করা হয়:

সম্পদ = দায় + মালিকের মূলধন

1. **সম্পদ (Assets):** – সম্পদ হলো ব্যবসার মালিকানাধীন উপযোগী সম্পদ যা ভবিষ্যতে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।

– **উদাহরণ:** নগদ অর্থ, ভবন, যন্ত্রপাতি, পণ্য মজুত, বাকি আদায়যোগ্য অর্থ।

2. **দায় (Liabilities):** – দায় হলো ব্যবসার অন্যের কাছে দায়বদ্ধতা বা পরিশোধযোগ্য অর্থ।
   – **উদাহরণ:** ব্যাংক ঋণ, বাকি পরিশোধযোগ্য অর্থ, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি।
3. **মালিকের মূলধন (Owners' Equity):** – মালিকের মূলধন হলো সকল দায় পরিশোধের পর প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মূলধন। এতে মালিক কর্তৃক প্রাথমিক বিনিয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানে পুনঃবিনিয়োগকৃত মুনাফা (অবিকল লাভ) অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এই তিনটি উপাদান মিলেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামো তৈরি করে এবং হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি গঠন করে।

ব্যালান্স শীটে সম্পদ, দায় এবং মালিকানা মূলধনের গুরুত্ব:

সম্পদ, দায় এবং মালিকানা স্বত্ব একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্স শীটের তিনটি মৌলিক উপাদান, এবং এরা একত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপন করে।

- **সম্পদ (Assets):** এটি দেখায় যে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কীভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছে, কীভাবে তা আয় সৃষ্টি করছে এবং ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করছে।
- **দায় (Liabilities):** এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দায়বদ্ধতা নির্দেশ করে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কতটা বহিঃউৎস থেকে অর্থায়িত হচ্ছে তা প্রকাশ করে।
- **মালিকানা স্বত্ব (Owners' Equity):** এটি দেখায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সেই অংশ যা সমস্ত দায় পরিশোধের পর মালিকদের অধিকারে থাকে এবং ব্যবসার নিট সম্পদ (Net Worth) নির্দেশ করে।

এই তিনটি উপাদান একত্রে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শক্তি, স্থিতিশীলতা এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে, যা বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়।

প্রশ্ন-18: বর্ধিত হিসাব সমীকরণ (Expanded Accounting Equation) কী? এর উপাদানসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, সম্পদ, দায় এবং মালিকানা স্বত্ব কীভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় এবং তহবিলের উৎস ও ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো কী নির্দেশ করে?

বর্ধিত হিসাব সমীকরণ একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দায় এবং মালিকের মূলধনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিশদ সম্পর্ক উপস্থাপন করে। এটি নিম্নরূপ প্রকাশ করা হয়:

সম্পদ = দায় + মালিকের মূলধন + আয় – ব্যয় – উত্তোলন

এই সমীকরণটি ব্যবসায়িক কার্যক্রমের প্রভাব কিভাবে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

- **সম্পদ (Assets):** ব্যবসার মালিকানাধীন সম্পদ যেমন নগদ অর্থ, পণ্য মজুত ইত্যাদি।
- **দায় (Liabilities):** ব্যবসার অন্যের প্রতি পরিশোধযোগ্য অর্থ যেমন ঋণ, বাকি পরিশোধযোগ্য অর্থ।
- **মালিকের মূলধন (Owner's Capital):** মালিক কর্তৃক ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থ।
- **আয় (Revenues):** ব্যবসা পরিচালনা করে অর্জিত অর্থ যেমন পণ্য বিক্রয়।
- **ব্যয় (Expenses):** আয় অর্জনের জন্য সংঘটিত খরচ যেমন ভাড়া, বেতন ইত্যাদি।
- **উত্তোলন (Drawings):** মালিক কর্তৃক ব্যবসা থেকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য উত্তোলিত অর্থ।

উদাহরণ: যদি কোনো ব্যবসা পণ্যবিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ অর্থ অর্জন করে, তাহলে সম্পদ ও আয় দুটোই বৃদ্ধি পায়। আবার, যদি মালিক ব্যবসা থেকে ব্যক্তিগত খরচের জন্য অর্থ উত্তোলন করে, তবে সম্পদ এবং মালিকের মূলধন (ড্রয়িংস) হ্রাস পায়। এই সমীকরণটি প্রতিটি লেনদেন কিভাবে ব্যবসার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে, তা ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।

MetaMentor Center

তহবিলের উৎস ও ব্যবহার (Sources and Uses of Funds):

- **দায় (Liabilities)** এবং **মালিকানা স্বত্ব (Owners' Equity)** তহবিলের উৎসকে নির্দেশ করে, কারণ এগুলো দেখায় যে ব্যবসায়ে অর্থ কোথা থেকে এসেছে — যেমন ঋণদাতা ও মালিকদের কাছ থেকে।
- **সম্পদ (Assets)** তহবিলের ব্যবহারকে নির্দেশ করে, কারণ এগুলো দেখায় যে ব্যবসায়ে সংগৃহীত অর্থ কীভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছে বা ব্যবসার কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রশ্ন-19: হিসাববিজ্ঞান ব্যবসার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ—আলোচনা করুন।

অথবা, হিসাববিজ্ঞান কীভাবে ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করে?BPE-7th.

হিসাববিজ্ঞান প্রতিটি ব্যবসার একটি অপরিহার্য অংশ, কারণ এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুশৃঙ্খল রেকর্ড রাখে। একটি ব্যবসার আয়, ব্যয়, সম্পদ ক্রয়, ঋণ গ্রহন—এই সকল লেনদেন হিসাববিজ্ঞান সঠিকভাবে ও ক্রমানুসারে রেকর্ড করে। যথাযথ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে আয় বিবরণী, ব্যালেন্স শিট এবং নগদ প্রবাহ বিবরণীর মতো আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যায়। এই প্রতিবেদনগুলো ব্যবসার আর্থিক অবস্থা ও কার্যক্ষমতা তুলে ধরে।

মালিক ও ব্যবস্থাপকগণ বাজেট তৈরি, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, এবং খরচ নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিসাববিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহার করেন। হিসাববিজ্ঞান কর পরিশোধ, সরকারি সংস্থাকে রিপোর্ট প্রদানসহ সকল আইনি দায়িত্ব পালনেও সহায়তা করে।

সঠিক ও স্বচ্ছ হিসাব তথ্যের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী, ব্যাংক এবং অন্যান্য অংশীজনদের আস্থা অর্জন করা যায়। হিসাববিজ্ঞান ছাড়া কোনো ব্যবসা তার কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করতে বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে সক্ষম নয়।

সারসংক্ষেপে, হিসাববিজ্ঞান ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালনার মেরুদণ্ডের মতো, যা ব্যবসার প্রতিটি খাতকে সহায়তা করে এবং সফলতার ভিত্তি গড়ে তোলে।

প্রশ্ন-20: হিসাববিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

Or, হিসাববিজ্ঞানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কিছু প্রধান বিষয় কী কী?

1. **অর্থনীতি (Economics):** হিসাববিজ্ঞান একটি ব্যবসার আয়, ব্যয় ও মুনাফা পরিমাপে সহায়তা করে। অর্থনীতির নীতিমালা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
2. **ব্যবস্থাপনা (Management):** ব্যবস্থাপকগণ বাজেট প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব প্রতিবেদন ব্যবহার করেন।এটি কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ও ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণে সহায়ক হয়।
3. **পরিসংখ্যান (Statistics):** তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এটি অনুপাত বিশ্লেষণ এবং প্রবণতা চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে।
4. **আইন (Law):** হিসাববিজ্ঞান কর আইন ও কোম্পানি আইনের মতো আইনি নিয়ম অনুসরণ করে। সঠিক হিসাবরক্ষণ সরকারের মানদণ্ড অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে।
5. **তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology – IT):** আধুনিক হিসাববিজ্ঞান সফটওয়্যার ও ডিজিটাল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। তথ্য প্রযুক্তি আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নে গতি ও নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে।
6. **ফাইন্যান্স (Finance):** ফাইন্যান্স শাখা বিনিয়োগ ও তহবিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে হিসাব তথ্য ব্যবহার করে। হিসাববিজ্ঞান হলো আর্থিক পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তি।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-21: হিসাববিজ্ঞানের বিকাশ কীভাবে ঘটেছে? ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করুন।

হিসাববিজ্ঞানের বিকাশ ধাপে ধাপে বহু শতাব্দীর ধরে ঘটেছে। প্রধান ধাপগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

1. **প্রাচীন যুগ (৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব):–** মেসোপটেমিয়ায় মানুষ মাটির ফলকে শস্য, গবাদিপশু ও লেনদেনের হিসাব রেকর্ড করত।

2. **রোমান ও গ্রিক যুগ:**– সরকার ও ব্যবসায়ীরা আয় ও ব্যয়ের প্রাথমিক হিসাব সংরক্ষণ করত।
3. **দ্বৈত প্রবেশ পদ্ধতি (১৪৯৪):**– ইতালির লুকা প্যাচিওলি এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যেখানে ডেবিট ও ক্রেডিট নিয়ম চালু হয় এবং এটি আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করে।
4. **শিল্প বিপ্লব (১৮শ–১৯শ শতাব্দী):**– ব্যবসার ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং হিসাববিজ্ঞান ব্যয় হিসাব, নিরীক্ষা ও আর্থিক প্রতিবেদন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।
5. **মান প্রণয়ন যুগ (২০শ শতাব্দী):**– আইসিএবি, আইএফআরএস এবং জিএএপি-এর মতো পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ সুনির্দিষ্ট মান ও নিয়ম তৈরি করে, যা হিসাবকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।
6. **আধুনিক যুগ (২১শ শতাব্দী):**– বর্তমানে কম্পিউটারভিত্তিক হিসাব সফটওয়্যার, ক্লাউড হিসাবব্যবস্থা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল প্রতিবেদন ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপসংহার: হিসাববিজ্ঞান শুধুমাত্র লেনদেন রেকর্ডের সীমায় নেই, এটি আজ একটি বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত-সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে।

প্রশ্ন-22: হিসাববিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলো কী কী?

অথবা, হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার কী এবং সেগুলো কীভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন?

হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন ব্যবহারকারীর চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করে। প্রধান শাখাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

1. **আর্থিক হিসাববিজ্ঞান:** ব্যবসায়িক লেনদেন রেকর্ড করে এবং আয় বিবরণী, ব্যালেন্স শিট ইত্যাদি তৈরি করে, যা মূলত বিনিয়োগকারী, ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতো বাহ্যিক ব্যবহারকারীর জন্য প্রস্তুত করা হয়।
2. **ব্যয় হিসাববিজ্ঞান :** পণ্য বা সেবার উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করে। এটি মূল্য নির্ধারণ, বাজেট তৈরি এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
3. **ব্যবস্থাপনাগত হিসাববিজ্ঞান:** ব্যবস্থাপকগণকে পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে আর্থিক ও অ-আর্থিক তথ্য সরবরাহ করে।
4. **কর হিসাববিজ্ঞান:** কর ফাইলিং এবং কর আইন ও বিধিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হিসাব প্রস্তুত করে।
5. **নিরীক্ষা:** হিসাব রেকর্ড যাচাই করে তা নির্ভুল ও নিরপেক্ষ কিনা তা নিশ্চিত করে। এটি অভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ উভয় হতে পারে।
6. **ফরেনসিক হিসাববিজ্ঞান:** প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ তদন্তে হিসাববিজ্ঞান ব্যবহার করা হয় এবং সাধারণত এটি আইনি বিষয়ে ব্যবহৃত হয়।

উপসংহার: প্রতিটি শাখা ব্যবসায়িক কার্যক্রম, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন 23: বর্তমান সময়ে হিসাববিজ্ঞানের পেশায় প্রধান কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে?

বর্তমানে হিসাববিজ্ঞানের পেশাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে, যার পেছনে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রক নীতিমালার হালনাগাদ ও বৈশ্বিক ব্যবসায়িক পরিবেশ দায়ী:

1. **প্রযুক্তিগত পরিবর্তন:** নতুন প্রযুক্তি কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করলেও হিসাবরক্ষকদের নতুন সফটওয়্যার ও সিস্টেম সম্পর্কে নিয়মিত শিখতে ও মানিয়ে নিতে হয়।
2. **বিশ্বায়ন:** আন্তর্জাতিক আইন, মুদ্রা বিনিময় হার এবং বিদেশি কর আইন নিয়ে কাজ করা হিসাবরক্ষকদের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ।
3. **বিধিবদ্ধ চাপ:** সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো আর্থিক প্রতিবেদন সম্পর্কে কঠোর নিয়ম আরোপ করায় হিসাবরক্ষকদের তা মেনে চলতে হয়।
4. **নৈতিকতা ও সততা:** পেশায় সততা ও নৈতিক মান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি, কারণ অনৈতিক আচরণ পেশার সুনাম নষ্ট করতে পারে।

MetaMentor Center

5. **প্রতিভা ধরে রাখা:** প্রতিযোগিতা এবং কাজের ধরণের পরিবর্তনের কারণে দক্ষ কর্মী ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।
6. **সেবার বৈচিত্র্য:** এখন ক্লায়েন্টরা শুধু নিরীক্ষা ও কর পরিষেবাই নয়, বরং পরামর্শ ও আর্থিক পরিকল্পনার মতো অতিরিক্ত সেবাও প্রত্যাশা করে।
7. **কর্মশক্তির পরিবর্তন:** অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের অবসর গ্রহণ এবং তরুণ প্রজন্মের নতুন প্রত্যাশা জনবল ঘাটতির কারণ হচ্ছে।
8. **তথ্য নিরাপত্তা:** বিপুল পরিমাণ আর্থিক তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও সাইবার হুমকি থেকে রক্ষা করা এখন বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য হিসাবরক্ষকদের সর্বদা হালনাগাদ থাকতে, নতুন দক্ষতা অর্জন করতে এবং পেশাগত মান বজায় রাখতে হবে।

প্রশ্ন:24. প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয়তা (Automation) কীভাবে হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে?BPE-7th.

প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয়তা হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করেছে, যার ফলে কাজের **দক্ষতা, নির্ভুলতা ও গতি** বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক হিসাব সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য নথিভুক্তকরণ, লেনদেন রেকর্ড এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতের মতো কাজ সম্পন্ন করে, ফলে ভুল কমে যায় এবং সময় সাশ্রয় হয়। ক্লাউডভিত্তিক সিস্টেম আর্থিক তথ্যের রিয়েল-টাইম অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সহযোগিতা সহজ করে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নিয়ম ও বিধি পরিবর্তনের সাথে সাথে হিসাব পদ্ধতি আপডেট করে সম্মতি নিশ্চিত করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও ডেটা বিশ্লেষণ জালিয়াতি সনাক্তকরণ, প্রবণতা পূর্বাভাস এবং বিপুল আর্থিক তথ্য দ্রুত বিশ্লেষণে সহায়তা করে। এর ফলে হিসাবরক্ষকরা এখন ম্যানুয়াল হিসাবের পরিবর্তে কৌশলগত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশি মনোযোগ দিতে পারেন। এভাবে প্রযুক্তি হিসাববিজ্ঞানকে শুধুমাত্র নথি সংরক্ষণের কাজ থেকে একটি মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করেছে।

প্রশ্ন 25: হিসাববিজ্ঞানে নৈতিকতার ভূমিকা কী?

হিসাববিজ্ঞানে নৈতিকতা মানে হচ্ছে—সততা, সত্যবাদিতা, নিরপেক্ষতা, এবং দায়িত্বশীলতা বজায় রেখে আর্থিক তথ্য রেকর্ড ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। নৈতিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাববিজ্ঞান সরাসরি অর্থ ও জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত।

1. **সততা ও নির্ভুলতা:** হিসাবরক্ষককে সকল আর্থিক লেনদেন সত্য ও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে; কোনো তথ্য গোপন করা বা বিকৃত করা অনৈতিক।
2. **জনসাধারণের আস্থা:** বিনিয়োগকারী, ব্যাংক এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো আর্থিক প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে। নৈতিক হিসাববিজ্ঞান তাদের আস্থা গড়ে তোলে।
3. **আইন মেনে চলা:** নৈতিকতা হিসাবরক্ষকদের আইন, হিসাব মান (যেমন IFRS/BFRS), এবং পেশাগত আচরণবিধি অনুসরণে সহায়তা করে।
4. **জালিয়াতি রোধ:** অনৈতিক কার্যকলাপ যেমন আয় গোপন করা বা ব্যয় লুকানো—জালিয়াতির সৃষ্টি করে এবং আইনগত শাস্তি ডেকে আনে।
5. **পেশাগত দায়িত্ব:** হিসাবরক্ষককে ব্যবস্থাপনা বা ক্লায়েন্টের চাপে না পড়ে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন 26: হিসাববিজ্ঞানের কিছু সাধারণ পরিভাষার প্রতিশব্দ কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

হিসাববিজ্ঞানে অনেক শব্দের বিকল্প বা প্রতিশব্দ রয়েছে, যা একই অর্থ প্রকাশ করে এবং আর্থিক প্রতিবেদন বুঝতে ও প্রশ্ন সমাধানে সহায়তা করে।

নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হিসাব পরিভাষা ও তাদের প্রতিশব্দ দেওয়া হলো:

মূল শব্দ (Accounting Term)	প্রতিশব্দ (Synonym in Bangla)
Accounting	হিসাবরক্ষণ, হিসাববিজ্ঞান, আর্থিক রেকর্ড সংরক্ষণ,
Balance Sheet	আর্থিক অবস্থার বিবরণী,
Accounts Receivable	দেনাদার, প্রাপ্য অর্থ
Accounts Payable	পাওনাদার, প্রদেয় অর্থ
Accrual	বকেয়া ভিত্তিক আয় বা ব্যয়
Auditing	নিরীক্ষা, হিসাব পর্যালোচনা
Depreciation	অবচয়, সম্পদের মান হ্রাস
Cash Flow	নগদ প্রবাহ,
General Ledger	প্রধান খাতা, মূল হিসাববই
COGS (Cost of Goods Sold)	বিক্রয় ব্যয়, পণ্যের খরচ
Asset	সম্পদ, মালিকানাধীন বস্তু
Liability	দায়, ঋণ, বাধ্যবাধকতা
Equity	মূলধন, মালিকানা অংশ
Revenue	আয়, আয়কৃত অর্থ, রাজস্ব বা আয়
Expense	ব্যয়, খরচ, অর্থ প্রদান
Inventory	মজুদ, পণ্যসম্ভার, পণ্যের স্টক

প্রশ্ন 27: হিসাববিজ্ঞানের প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?

হিসাববিজ্ঞান অত্যন্ত উপকারী হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে। নিচে এসব সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করা হলো:

1. **ঐতিহাসিক তথ্য (Historical Data):** হিসাববিজ্ঞান শুধুমাত্র অতীতের আর্থিক লেনদেন নথিভুক্ত করে। এটি প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী কার্যসম্পাদন প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থা বা মুনাফার পূর্বাভাস দিতে পারে না।
2. **ব্যক্তিগত মূল্যায়ন (Subjectivity):** কিছু হিসাব সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করে, যা পক্ষপাত বা ভুলের কারণ হতে পারে। যেমন, সম্পদের মূল্যায়ন পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে ফলাফল ভিন্ন হতে পারে।
3. **গুণগত তথ্যের অভাব (Lack of Qualitative Information):** হিসাববিজ্ঞান প্রধানত পরিমাণগত তথ্য যেমন আয়, ব্যয় ও মুনাফার উপর গুরুত্ব দেয়। এটি গ্রাহক সন্তুষ্টি, কর্মচারীর মনোবল বা বাজার প্রবণতার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণগত তথ্য প্রদর্শন করে না।
4. **সীমিত পরিধি (Limited Scope):** হিসাববিজ্ঞান কেবল অর্থমূল্যে পরিমাপযোগ্য লেনদেন নথিভুক্ত করে। সামাজিক বা পরিবেশগত প্রভাবের মতো অ-আর্থিক বিষয় বিবেচনা করে না।
5. **নিয়ম মেনে চলার ওপর গুরুত্ব (Compliance Focus):** অনেক প্রতিষ্ঠান মূলত আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য হিসাব প্রস্তুত করে, কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন:28. ব্যবসায়িক সত্তা ধারণা এবং আর্থিক একক ধারণার সংজ্ঞা দাও। আর্থিক একক ধারণার সীমাবদ্ধতাসমূহ কী কী?BPE-7th.

ব্যবসায়িক সত্তা অনুমান : ব্যবসায়িক সত্তা অনুমান অনুযায়ী, একটি ব্যবসাকে তার মালিক থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই হিসাববিজ্ঞানে শুধুমাত্র ব্যবসা-সংক্রান্ত লেনদেন হিসাবের বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়; মালিকের ব্যক্তিগত লেনদেন ব্যবসার হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, মালিক যদি ব্যক্তিগত কাজে অর্থ ব্যয় করেন, তবে তা ব্যবসার ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে না।

মুদ্রামান অনুমান: মুদ্রামান অনুমান অনুযায়ী, কেবল সেই সকল লেনদেন ও ঘটনাই হিসাবের বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়, যেগুলো অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। অর্থমূল্যে প্রকাশ করা যায় না এমন তথ্য হিসাববিজ্ঞানে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, কর্মচারীদের দক্ষতা বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেগুলো অর্থমূল্যে নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা কঠিন, তাই সাধারণত হিসাবের বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় না।

মুদ্রামান অনুমানের সীমাবদ্ধতাসমূহ

১. অর্থমূল্যে পরিমাপ করা যায় না এমন তথ্য হিসাবের বইয়ে লিপিবদ্ধ করা যায় না।
২. মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন বিবেচনা করা হয় না।
৩. সম্পদ সাধারণত ঐতিহাসিক মূল্যে প্রদর্শিত হয়; বর্তমান বাজারমূল্যে নয়।
৪. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র সব সময় প্রতিফলিত নাও হতে পারে।

তুলনা ও পার্থক্য

প্রশ্ন-01: সম্পদ ও দায় -এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। (BPE-6th)—BPE7th.

ভিত্তি	সম্পদ	দায়
১. সংজ্ঞা	সম্পদ হলো ব্যবসার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত এমন অর্থনৈতিক সম্পদ যা ভবিষ্যতে আর্থিক সুবিধা প্রদান করবে।	দায় হলো পূর্ববর্তী লেনদেন থেকে সৃষ্ট এমন বাধ্যবাধকতা, যার ফলে ভবিষ্যতে অর্থ প্রদান বা সম্পদের বহিঃপ্রবাহ ঘটবে।
২. প্রকৃতি	এটি ব্যবসার অধিকারভুক্ত সম্পদ নির্দেশ করে।	এটি ব্যবসার অপরের প্রতি দেনা বা বাধ্যবাধকতা নির্দেশ করে।
৩. উদ্দেশ্য	সম্পদ ব্যবসায় আয় সৃষ্টি ও কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে।	দায় সম্পদ অর্জন বা ব্যবসায়িক বাধ্যবাধকতা পূরণের অর্থের উৎস নির্দেশ করে।

প্রশ্ন--02: বকেয়া ভিত্তিক পদ্ধতি ও নগদ ভিত্তিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কীভাবে দেখা যায়?

পার্থক্যের দিক	বকেয়া ভিত্তিক পদ্ধতি	নগদ ভিত্তিক পদ্ধতি
১. রেকর্ড করার সময়	এই পদ্ধতিতে লেনদেন যেদিন সংঘটিত হয়, সেদিনই তা রেকর্ড করা হয়;	এই পদ্ধতিতে কেবল তখনই লেনদেন রেকর্ড করা হয়, যখন নগদ অর্থ গ্রহণ বা প্রদান করা হয়।
২. আয় স্বীকৃতি	আয় অর্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড করা হয়।	আয় তখনই রেকর্ড করা হয়, যখন নগদ অর্থ প্রাপ্ত হয়।
৩. ব্যয় স্বীকৃতি	ব্যয় সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড করা হয়।	ব্যয় তখনই রেকর্ড করা হয়, যখন নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

প্রশ্ন-03: হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী?

পার্থক্যের দিক	হিসাবরক্ষণ	হিসাববিজ্ঞান
১. অর্থ	প্রতিদিনের ব্যবসায়িক লেনদেন রেকর্ড করাকে হিসাবরক্ষণ বলা হয়।	আর্থিক তথ্য সংক্ষিপ্তকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করাকে হিসাববিজ্ঞান বলা হয়।
২. পরিসর	পরিসর সীমিত—শুধুমাত্র তথ্য রেকর্ড করার মধ্যে সীমাবদ্ধ।	পরিসর বিস্তৃত—তথ্য রেকর্ড ছাড়াও বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত।

MetaMentor Center

৩. উদ্দেশ্য	সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।	ব্যবসার কর্মদক্ষতা পরিমাপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।

প্রশ্ন-04: অংশীজন (Stakeholders) বনাম শেয়ারহোল্ডার (Stockholders) । BPE-7th.

পার্থক্যের দিক	সংশ্লিষ্ট পক্ষ (Stakeholders)	শেয়ারহোল্ডার (Stockholders)
১। অর্থ	সংশ্লিষ্ট পক্ষ বলতে সেই সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যারা কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও ফলাফলের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় অথবা প্রতিষ্ঠানের ওপর যাদের স্বার্থ জড়িত থাকে।	শেয়ারহোল্ডার বলতে সেই সকল ব্যক্তিকে বোঝায়, যারা কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির মালিকানার অংশ অর্জন করেন।
২। পরিধি	এটি একটি ব্যাপক ধারণা। এর মধ্যে শেয়ারহোল্ডার, কর্মচারী, গ্রাহক, সরবরাহকারী, ঋণদাতা, সরকার এবং স্থানীয় সমাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে।	এটি একটি সংকীর্ণ ধারণা। এর মধ্যে শুধুমাত্র কোম্পানির শেয়ারধারী বা মালিকগণ অন্তর্ভুক্ত থাকেন।
৩। স্বার্থের ধরন	অংশীজনদের স্বার্থ আর্থিক ও অনার্থিক উভয় ধরনের হতে পারে।	শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ মূলত আর্থিক। তারা লভ্যাংশ ও শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে লাভ অর্জনে আগ্রহী থাকেন।

সংক্ষিপ্ত নোট

প্রশ্ন –01. (গুরুত্বনীতি) বলতে কী বোঝায়? (BPE-6th)

গুরুত্বনীতি (Materiality) বলতে আর্থিক বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্যের গুরুত্ব বোঝায়। কোনো তথ্য বাদ পড়লে বা ভুলভাবে উপস্থাপিত হলে যদি তা বিনিয়োগকারী বা ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বা **Material** বলে গণ্য হয়।

সহজভাবে, বস্তুগত নীতি হিসাবরক্ষককে নির্ধারণে সাহায্য করে কোন বিষয়টি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত এবং কোনটি উপেক্ষা করা যায়। অতি ক্ষুদ্র বা গুরুত্বহীন পরিমাণ সাধারণত একত্রে দেখানো হয় বা ব্যয়ে গণ্য করা হয়।

উদাহরণ: কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ৩০০ টাকায় একটি স্ট্যাপলার ক্রয় করে, তবে সেটি সম্পদ হিসেবে নয় বরং ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যায়, কারণ এটি আর্থিক সিদ্ধান্তে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে না।

MetaMentor Center

প্রশ্ন –02. IFRS বলতে কী বোঝায়? (BPE-6th.) :

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (IFRS) হলো একগুচ্ছ হিসাবনীতি ও নিয়ম যা **International Accounting Standards Board (IASB)** কর্তৃক প্রণীত। এর উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন দেশের আর্থিক বিবরণীকে একই মান, স্বচ্ছতা ও তুলনাযোগ্যতা বজায় রেখে উপস্থাপন করা। সহজভাবে, IFRS প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দেয় কীভাবে আর্থিক তথ্য লিপিবদ্ধ, উপস্থাপন ও প্রকাশ করতে হবে যাতে বিনিয়োগকারী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষরা সহজে বুঝতে ও তুলনা করতে পারে।

প্রশ্ন –03. GAAP বলতে কী বোঝায়? (BPE-6th.)

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) হলো সাধারণভাবে গৃহীত হিসাবনীতি ও মানসমূহের সমষ্টি, যার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণী একরূপ, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছভাবে প্রস্তুত করা হয়। এই নীতিমালা হিসাবরক্ষককে নির্দেশ দেয় কীভাবে আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায় সঠিকভাবে রেকর্ড ও উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিটি দেশের নিজস্ব GAAP থাকতে পারে, যেমন **Bangladesh GAAP** বা **U.S. GAAP**।

প্রশ্ন –04. প্রাসঙ্গিকতা (Relevance) ও নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) আলোচনা করুন। BPE-7th.

প্রাসঙ্গিকতা (Relevance): প্রাসঙ্গিকতা বলতে এমন তথ্যকে বোঝায় যা ব্যবহারকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। প্রাসঙ্গিক তথ্য অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম মূল্যায়নে সহায়ক হয় এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। এছাড়া প্রাসঙ্গিক তথ্য সময়োপযোগী হতে হয়।

নির্ভরযোগ্যতা (Reliability): নির্ভরযোগ্যতা বলতে এমন তথ্যকে বোঝায় যা সঠিক, বিশ্বাসযোগ্য, নিরপেক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভুলত্রুটিমুক্ত। নির্ভরযোগ্য তথ্য যাচাই করা যায় এবং ব্যবহারকারীরা এর ওপর আস্থা রাখতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সাধারণত নির্ভরযোগ্য তথ্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রশ্ন –05. সম্পদের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Asset)। BPE-7th.

সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ—

১. **অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে:** সম্পদের অর্থমূল্য রয়েছে এবং এটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করে।
২. **মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন:** সম্পদ প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন অথবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।
৩. **ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করে:** সম্পদ ভবিষ্যতে নগদ প্রবাহ সৃষ্টি করতে অথবা ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে।
৪. **অতীত ঘটনার ফল:** অতীতের ক্রয়, বিনিয়োগ বা অন্যান্য লেনদেনের ফলে সম্পদের সৃষ্টি হয়।
৫. **অর্থমূল্যে পরিমাপযোগ্য:** সম্পদের মূল্য নির্ভরযোগ্যভাবে অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়।

উদাহরণ: নগদ অর্থ, প্রাপ্য হিসাব, মজুদ পণ্য, ভবন, জমি, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি

End of Chapter

অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com

WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center